দৈনিক ইনকিলাব

JUN. 02 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকার গুচ্ছ গ্রামভিত্তিক ৭শ' নূরানী মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সরকার সারাদেশে গুচ্ছ গ্রামভিত্তিক প্রায় ৭শ' নূরানী মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। হরকাতুল জিহাদের সদস্যদের এসব নূরানী মাদ্রাসায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ায় কথিত অভিযোগ তুলে পুলিশ উল্লিখিত নূরানী মাদ্রাসার কর্মকর্তাদের গ্রেফতার ও হয়রানি করছে। পুলিশী হয়রানি ও নির্যাতনের ভয়ে ভীত হয়ে উল্লিখিত নূরানী মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এতে নূরানী মাদ্রাসাগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থ সঙ্কটের দরুন দীর্ঘ ৭ মাস যাবত নূরানী মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় ৭০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর দ্বীনি শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রায় ১শ' নূরানী মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছে। বাকী ৬শ' নূরানী মাদ্রাসা অর্থ সঙ্কটের দরুন বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। উল্লিখিত নূরানী মাদ্রাসাগুলোর অনুমোদন লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এসব নূরানী মাদ্রাসা অনুমোদন লাভ করেনি। অবিলম্বে বাস্তবমুখী উদ্যোগ নেয়া না হলে এসব নূরানী মাদ্রাসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হবার আশঙ্কা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।

১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার দি সার্ভেন্টস অব সাফারিং হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আহমদ সাদেক আহমদ আল-মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে সফরে এস গুচ্ছ গ্রামভিত্তিক নূরানী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খুদ্দামুল কোরআন বাংলাদেশ-এর আওতায় পরিচালিত দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক মাওলানা আহমদ সাদেক আহমদ ১৯৯৯ সালের ২৫ জানুয়ারী বাংলাদেশে সফরে আসেন। সরকার খুদ্দামুল

৭শ' মাদ্রাসা ৮-এর পৃষ্ঠার পর

কোরআনের কর্মকর্তাদের হরকাতুল জিহাদও ওসামাবিন লাদেনের অনুসারী বলে অভিযোগ করে ১৯৯৯ সালের ২৫ জানুয়ারী উত্তরার দক্ষিণখান সরদারবাড়ীস্থ অফিস থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক মাওলানা আহমদ সাদেক আহমদসহ ৫ জন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মামলায় জড়িত করে। ২১ দিন পুলিশী রিমান্ডের পর মাওলানা আহমদ সাদেক আহমদ মোট ৪ মাস কারাভোগ করেন। হাইকোর্ট থেকে জামিন লাভ করে দীর্ঘ ৩ মাস পরে মাওলানা আহমদ সাদেক আহমদ স্বদেশে ফিরে যান। তখন থেকেই নূরানী মাদ্রাসাগুলোর অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় ডোনারদের আর্থিক সহায়তায় উল্লেখিত ৭শ' নূরানী মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। সরকার এসব নূরানী মাদ্রাসা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে জুলুম নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। সরকার কোটালিপাড়ার কথিত বোমা উদ্ধারের ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ৮ ফেব্রুয়ারী উত্তরাস্থ দক্ষিণখান সরদারবাড়ীর খুদ্দামুল কোরআন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের উদ্যোগ নেয়। স্থানীয় যুবলীগ নেতা সরদার বেলায়েত হোসেন মুকুল খুদ্দামুল কোরআন বাংলাদেশ-এর অফিস থেকে কর্মকর্তা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা শহিদুল্লাহকে ডেকে তার বাসায় নিয়ে যায়। কোটালিপাড়ার কথিত মুফতী হান্নানের সহযোগী বলে অভিযোগ তুলে যুব লীগ নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা শহিদুল্লাহকে পুলিশে সোপর্দ করে। উক্ত দুই কর্মকর্তাকে ৩ মাসের আটকাদেশ দেয়া হয়।

। পুলিশ মাঝে মধ্যেই দক্ষিণখান সরদারবাড়ীস্থ খুদ্দামুল কোরআন বাংলাদেশ-এর অফিসে হানা দিয়ে কর্মকর্তাদের হয়রানি করছে। খুদ্দামুল কোরআন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তারা পুলিশ ও আওয়ামী ক্যাডারদের হুমকির মুখে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।